কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ ঃ ৫০ ❑ মে-জুন ❑ ২০১৭ খ্রি. ❑ ১৮ বৈশাখ- ১৬ আষাঢ় ❑ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা

মোঃ নাসিরুজ্জামান
চেয়ারম্যান, বিএডিসি

উপদেষ্টামণ্ডলী

মোঃ মাহমুদ হোসেন
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
মোহাম্মদ মাহফুজুল হক
সদস্য পরিচালক (অর্থ)
মোঃ আব্দুল জলিল
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ)
মোঃ মাহমুদ হোসেন
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)
তুলসী রঞ্জন সাহা
সচিব (যুগ্মসচিব)

সম্পাদক

মোঃ তোফায়েল আহমদ
ই-মেইল : tofayeldu@yahoo.com

ফটোগ্রাফি

নুরুজ্জামান
সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা

প্রকাশক

মোঃ জুলফিকার আলী
জনসংযোগ কর্মকর্তা
৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০

মুদ্রণে

প্রিন্টোলাইন
৫১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০,
ফোন: ৮৩২২২২১

সম্পাদকীয়

বৃক্ষ মানুষের সবচেয়ে উপকারী বন্ধু। বৃক্ষ শুধু প্রকৃতির শোভা বর্ধনই করে না প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায়ও প্রতিনিয়ত ভূমিকা রাখছে। খাদ্য, ঔষধ, কাঠ এবং অক্সিজেন সবই আমরা বৃক্ষ থেকে পাই। মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষায় তাই বৃক্ষ রোপণ খুবই প্রয়োজন। গত ৪ জুন থেকে মাসব্যাপী শুরু হয়েছে জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৭। এবারের মেলার প্রতিপাদ্য বিষয় "বৃক্ষ রোপণ করে যে, সম্পদশালী হয় সে"। বৃক্ষ মেলার পাশাপাশি গত ১৬ জুন থেকে ৩০ জুন ২০১৭ আ.কা.মু গিয়াস উদ্দিন মিলকী অডিটোরিয়াম চত্বরে শুরু হয় ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ এবং ১৬-১৮ জুন জাতীয় ফল প্রদর্শনী। এবারের ফল প্রদর্শনীর প্রতিপাদ্য ছিল "স্বাস্থ্য পুষ্টি অর্থ চাই, দেশি ফলের গাছ লাগাই।" প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বৃক্ষ মেলা ও জাতীয় ফল প্রদর্শনীতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। মেলায় বিএডিসি'র স্টল গুলোতে উন্নত জাতের সকল প্রকার ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা/কলম সুলভ মূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য দেশের আয়তনের কমপক্ষে ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। বসতবাড়ি, স্কুল কলেজ, হাসপাতাল, রাস্তার পাশেসহ অব্যবহৃত সকল জমিতে আমাদের গাছ লাগানো প্রয়োজন। আসুন সকলে মিলে প্রত্যেকেই অন্তত ১টি করে বনজ, ফলদ ও ঔষধি গাছের চারা/কলম রোপণ করি।

ভেতরের পাতায়...........................

ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী-২০১৭ অনুষ্ঠিত ০৩
বাংলাদেশে হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণের জন্য বিএডিসি ও Beijing IWHR Corporation (BIC) এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত ০৪
চট্টগ্রাম অঞ্চলের হালিশহরস্থ বিএডিসি'র সার গুদামের দখল হস্তান্তর অনুষ্ঠিত.......... ০৫
বিএডিসি'র সবজি বীজ বিভাগের কার্যক্রম সফলভাবে এগিয়ে চলছে ০৭
বিএডিসিতে পানি সাশ্রয়ী ড্রিপ সেচ পদ্ধতির প্রর্দশনী স্থাপন ১০
বিএডিসিতে বীজ ফসলের গ্রো-আউট টেস্ট কার্যক্রম ১২
শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের কৃষি ১৬

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন আমরা আছি তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
ফোন ঃ ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫২৩১৬, ইমেইল ঃ prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট ঃ www.badc. gov.bd

ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী-২০১৭ অনুষ্ঠিত

পুষ্টি, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও দেশকে ফল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পন্ন করার লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী-২০১৭ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজধানীর ফার্মগেটে আ.কা.মু গিয়াস উদ্দিন মিলকী অডিটোরিয়াম চত্বরে ১৬-১৮ জুন তিন দিন ব্যাপী ফল প্রদর্শনীর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "স্বাস্থ্য পুষ্টি অর্থ চাই, দেশি ফলের গাছ লাগাই"। গত ১৬ জুন ২০১৭ তারিখে জাতীয় ফল প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত এমপি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি।

জাতীয় ফল প্রদর্শনী ২০১৭ উপলক্ষে বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

ফল প্রদর্শনী উপলক্ষে কেআইবি অডিটোরিয়ামে আয়োজিত "খাদ্য, পুষ্টি ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার দেশি ফলের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এম মোফাজ্জল হোসেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ। বাংলাদেশের ফল শীর্ষক প্রামাণ্য চিত্র অনুষ্ঠানে প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মো. নাসিরুজ্জামান, বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, কৃষি মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এমপি বলেন, আমাদের আগে যে খাদ্যের অভাব ছিলো, তা এখন আর নেই। আধুনিক প্রযুক্তি ও গবেষণার মাধ্যমে আমরা এ সফলতা অর্জন করেছি। আমাদের জনসংখ্যা বাড়ছে, কর্ষিত জমির পরিমাণ কমছে। তারপরও বাংলাদেশ কৃষিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। মাননীয় মন্ত্রী বলেন, আগে ফলসহ বিভিন্ন ফসলের স্টক বিদেশ থেকে আনা হতো এখন আমরা নিজেরাই তৈরি করছি। এটা সম্ভব হয়েছে আমাদের গবেষণা ও আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণের কারণে। খাদ্যে পুষ্টি সম্পর্কে বিশেষ নজর দেয়ার বিষয় উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশে এখনো যথেষ্ট পুষ্টির অভাব রয়েছে। আমাদের নতুন প্রজন্ম তাদের উদ্ভাবনী প্রযুক্তি দিয়ে এ পুষ্টি চাহিদা পূরণ করবে। আমরা আস্তে আস্তে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছি, আমরা আমাদের খাদ্যে ও ফলে স্বয়ংসম্পূর্ণতা বজায় রেখেই এগিয়ে যাব। আমাদের প্রচলিত ফলের উন্নয়নের মাধ্যমে ফলের সরবরাহ সারা বছর নিশ্চিতকরণে কৃষির অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি বলেন, আমরা আম উৎপাদনে সপ্তম ও পেয়ারা উৎপদানে বিশ্বে অষ্টম স্থানে আছি। বিশেষ করে লিচুর দীর্ঘ জীবনকালের জাত উদ্ভাবনের বিষয়ে গবেষকদের প্রতি আহ্বান জানান। মন্ত্রী উল্লেখ করেন, আমরা দেশের চল্লিশ ভাগ ফলের উৎপাদন ৮ মাসব্যাপী করতে সক্ষম হয়েছি, যা আগে ছিল মাত্র ৪ মাসব্যাপী। দেশের ফলের উৎপাদন আরও বাড়াতে প্রযুক্তির দিকে আমাদের বেশি নজর দিতে হবে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী পুষ্টি চাহিদা পূরণে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সচেষ্ট থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু কাঁঠালকে জাতীয় ফল হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। কাঁঠাল এমন একটি ফল, যার কোনো অংশই ফেলানো যায় না। কাঁচা কাঁঠালকে ভেজিটেবল মিট হিসেবে ব্যবহার ও বিদেশে রপ্তানির বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ দেন।

সকালে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা হতে আ.কা.মু গিয়াস উদ্দিন মিলকী অডিটোরিয়াম চত্বর পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়। ফল প্রদর্শনীতে বিএডিসিসহ সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী, কৃষিসচিব, বিএডিসি'র চেয়ারম্যানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করেন।

সেচের পানি সংরক্ষণে নতুন প্রযুক্তি

বাংলাদেশে হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণের জন্য বিএডিসি ও Beijing IWHR Corporation (BIC) এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

সমঝোতা স্মারকে বিএডিসি'র পক্ষে স্বাক্ষর করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান এবং BIC এর পক্ষে ম্যানেজিং ডিরেক্টর মি. ইয়েনউ চেন

গত ০৭ জুন ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এবং চীনের Beijing IWHR Corporation (BIC) এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরিত হয়। সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী সেচের পানি সংরক্ষণসহ জোয়ারের মাধ্যমে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধ করার জন্য BIC আগামী দুই বছরে বাংলাদেশে ২ টি হাইড্রোলিক এ্যালিভেটর ড্যাম নির্মাণ করবে। বিএডিসি'র রাবার ড্যাম প্রকল্পের মাধ্যমে এ ড্যাম নির্মিত হবে। সমঝোতা স্মারকে বিএডিসি'র পক্ষে সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান এবং BIC এর পক্ষে ম্যানেজিং ডিরেক্টর মি. ইয়েনউ চেন স্বাক্ষর করেন।

বিএডিসি'র কৃষি ভবনস্থ বোর্ড রুমে আয়োজিত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ) জনাব মোঃ সিরাজুল হায়দার এনডিসি, বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল, সংস্থার সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা, প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব উত্তম কুমার রায় এবং রাবার ড্যাম প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথসহ বিএডিসি'র উর্ধ্বতণ কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য সম্পূর্ণ নতুন এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এই ড্যাম দুটির মাধ্যমে সেচের পানি সংরক্ষণসহ জোয়ারের লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধ করা সম্ভব হবে। প্রাথমিকভাবে টার্ন-কি ভিত্তিতে চট্টগামের আনোয়ারা ও কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলায় এ ড্যাম দুটি নির্মাণ করা হবে।

বিএডিসি সিবিএ এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মোঃ ওমর ফারুক ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ এনায়েত উল্লা ঢালী

জনাব মোঃ ওমর ফারুক
ভারপ্রাপ্ত সভাপতি

বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ, রেজিঃ নং- বি-১৯০৩ (সিবিএ) এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন জনাব মোঃ ওমর ফারুক ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন জনাব মোঃ এনায়েত উল্লা ঢালী। উল্লেখ্য, বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ, রেজিঃ নং বি-১৯০৩ (সিবিএ) এর সভাপতি জনাব মোঃ কুতুব উদ্দীন গত ৪ জুন ২০১৭ তারিখে চাকরি হতে অবসর গ্রহণ করায় উক্ত শূন্য পদে সিবিএ'র কার্যকরী সভাপতি জনাব মোঃ ওমর ফারুক সংগঠনের গঠনতন্ত্র মোতাবেক সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। অপর দিকে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ আবুল বাশার খান গত ১৪ জুন ২০১৭ তারিখে অবসর গ্রহণ করায় উক্ত শূন্য পদে যুগ্মসম্পাদক জনাব মোঃ এনায়েত উল্লাহ ঢালী সংগঠনের গঠনতন্ত্র মোতাবেক সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।

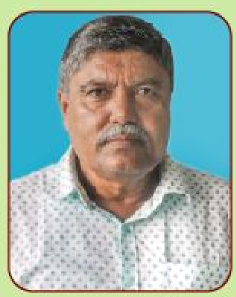

জনাব মোঃ এনায়েত উল্লা ঢালী
ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক

চট্টগ্রাম অঞ্চলের হালিশহরস্থ বিএডিসি'র সার গুদামের দখল হস্তান্তর অনুষ্ঠিত

দখল হস্তান্তর দলিলে স্বাক্ষর করছেন বিএডিসি'র সচিব জনাব তুলসি রঞ্জন সাহা ও ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠান বিওএসএল মিডকন্টিনেন্ট লজিস্টিকস্ লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব নুরুল ইসলাম ভূঁইয়া

গত ১৭ মে ২০১৭ তারিখে চট্টগ্রামের হালিশহর এলাকায় বিএডিসি'র বেদখলকৃত ৩ হাজার ২০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন সার গুদামটি দীর্ঘ ১৫ বৎসর পর বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান এবং বিজ্ঞ আরবিট্রেটর জনাব মোঃ শামসুল হক এর উপস্থিতিতে ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠান বিওএসএল মিডকন্টিনেন্ট লজিস্টিকস্ লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব নূরুল ইসলাম ভূঁইয়া কর্তৃক বিএডিসি'র পক্ষে সচিব, বিএডিসি জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা এর নিকট দখল বুঝিয়ে দেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে মহাব্যবস্থাপক (সার ব্যবস্থাপনা), জনাব আশুতোষ লাহিড়ী, প্রাক্তন মহাব্যবস্থাপক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব শিমুল বিকাশ দাশ, যুগ্মপরিচালক (বীবি) জনাব আনন্দ চন্দ্র দাস, যুগ্মপরিচালক (বীপ্র) জনাব ইদ্রিস মিয়া, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব হরপ্রসাদ সূতার, উপসচিব (আইন) জনাব মোঃ গোলাম রব্বানী ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিএডিসি'র প্রায় সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত দখল হস্তান্তর অনুষ্ঠানটি যথাযোগ্য মর্যাদা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অত্যন্ত সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় চেয়ারম্যান মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বোরো ধান বীজ ও ভুট্টা বীজের সংগ্রহ মূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ০৫ জুন ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৬-১৭ বর্ষে উৎপাদিত বিভিন্ন শ্রেণি ও জাতের বোরো ধান বীজ ও ভুট্টা বীজের সংগ্রহ মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

ক্রঃ নং	বীজ ফসলের নাম	বীজের জাত	বীজের শ্রেণি	সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)
১।	বোরো ধান	ব্রিধান-৫০ (সুগন্ধি)	ভিত্তি	৫৬.০০
			প্রত্যায়িত/মানঘোষিত	৫১.০০
		বিআর-২৮ ও ব্রিধান-৫৮ (সরু)	ভিত্তি	৪৬.০০
			প্রত্যায়িত/মানঘোষিত	৩৯.০০
		অন্যান্য সকল জাত	ভিত্তি	৪৫.০০
			প্রত্যায়িত/মানঘোষিত	৩৮.০০
২।	ভুট্টা	খৈ ভুট্টা	ভিত্তি	৪৫.০০

অন্যান্য বছরের ন্যায় চলতি ২০১৬-১৭ বর্ষেও বীজ সংগ্রহের আনুষঙ্গিক খরচ প্রতিকেজি ০.১৫ (পনের পয়সা) টাকা বহাল থাকবে।

"যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন, আমরা আছি তাদের জন্য"

পাবনায় বিএডিসি'র গ্রো-আউট টেস্টের মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)'র পাবনায় অবস্থিত টেবুনিয়া বীজ উৎপাদন খামারে বোরো ধান বীজ ফসলের গ্রো-আউট টেস্টের মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। গ্রো-আউট টেস্ট উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র বীজ ও উদ্যান উইংয়ের সদস্য পরিচালক জনাব মো. মাহমুদ হোসেন।

অনুষ্ঠানে মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব নূর মোহাম্মদ মন্ডল, অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ) জনাব মো. মিজানুর রহমান, অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (বীজ বিতরণ) জনাব মো. মাহবুবুর রহমান, অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স) জনাব বিশ্বাস কুতুব উদ্দিন, যুগ্মপরিচালক (কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স, বগুড়া সার্কেল) জনাব কবিরুল হাসান, বীজের আপৎকালীন মজুদ কার্যক্রম পরিচালক জনাব এ, কে, এম, নূরুল ইসলামসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

গ্রো-আউট টেস্টের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মো. মাহমুদ হোসেন

বিএডিসি'র রাজশাহী বিভাগের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের প্রায় ৪০ জন কর্মকর্তা মাঠ দিবসে অংশগ্রহণ করেন। বোরো ধান ফসলের ১০টি জাতের ২শ'টি নমুনা দ্বারা বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ (বীপ্রস) বিভাগের ব্যবস্থাপনায় খামার বিভাগের মাধ্যমে এ গ্রো-আউট টেস্টের মাঠ দিবস বাস্তবায়ন করা হয়।

উল্লেখ্য, গ্রো-আউট টেস্টের মাধ্যমে বিএডিসি উৎপাদিত বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত বীজের জাতের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা বা মূল্যায়ন করা হয়। বিএডিসি'র কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগারে সংরক্ষিত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদিত বীজের নমুনা দ্বারা গ্রো-আউট টেস্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

বিএডিসি প্রকৌশলী সমিতির সভাপতি ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ওয়াহিদুল ইসলাম

ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ
সভাপতি

বিএডিসি প্রকৌশলী সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচনে ২০১৭-২০১৮ মেয়াদে সভাপতি পদে বিএডিসি টাঙ্গাইল সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ এবং সাধারণ সম্পাদক পদে বিএডিসি ঢাকা রিজিয়নের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোহাম্মদ ওয়াহিদুল ইসলাম নির্বাচিত হয়েছেন। পরিষদের সহসভাপতি পদে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক (ডালিসেপ্র) জনাব সুলতান আহমেদ, ময়মনসিংহ সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব স্বপন কুমার হালদার ও সহকারী প্রধান প্রকৌশলী (পরিদর্শন) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান; যুগ্ম সম্পাদক পদে উপপ্রধান প্রকৌশলী (মিশু) জনাব মোঃ সারওয়ার হোসেন ও আলু বীজ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব আহসান উদ্দিন আহমেদ; সাংগঠনিক সম্পাদক পদে কৃষি ভবনের সহকারী প্রকৌশলী (নির্মাণ) জনাব মোঃ আশরাফুল আলম; দপ্তর সম্পাদক পদে কৃষি ভবনের জনাব মোঃ জাহিদ আনছারী; প্রচার সম্পাদক পদে সেচ ভবনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব তমাল দাশ; সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে সহকারী প্রকৌশলী (সওকা) ঢাকা সার্কেলের বিপরীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্পে কর্মরত জনাব নূর মোহাম্মদ এবং কোষাধ্যক্ষ পদে মিশু বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী জনাব এস এম আতাই রাব্বী নির্বাচিত হয়েছেন।

কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ) জনাব মোঃ ফেরদৌসুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ জিয়াউল হক, উপপ্রধান প্রকৌশলী (সওকা) জনাব মোঃ আব্দুল করিম, উপপ্রধান প্রকৌশলী (সওকা) জনাব মোঃ জাফর উল্লাহ, উপপ্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ) জনাব মোঃ জয়নুল আবেদীন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব শিবেন্দ্র নারায়ন গোপ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল রশিদ, নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব সঞ্চয় সরকার, নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব প্রনজিত কুমার দেব এবং নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব আছিয়া খাতুন।

মোহাম্মদ ওয়াহিদুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক

বিএডিসি প্রকৌশলী সমিতি নির্বাচন-২০১৭-২০১৮ নির্বাচনী প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বিএডিসি'র প্রধান প্রকৌশলী (সওকা) জনাব মোঃ লুৎফর রহমান।

বিএডিসি'র সবজি বীজ বিভাগের কার্যক্রম সফলভাবে এগিয়ে চলছে

মুসতাক আহমেদ, যুগ্মপরিচালক, সবজি বীজ বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা

পুষ্টিমানের বিবেচনায় মানুষের প্রাত্যহিক খাদ্য তালিকায় সবজি একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। যে কারণে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও সবজির চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে সে অনুপাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে না সবজি ফসলের উৎপাদন। বাংলাদেশে বর্তমানে ১৪ মিলিয়ন হেক্টর চাষযোগ্য জমির মধ্যে প্রায় ০.২৫০ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে সবজি উৎপাদন করা হয়ে থাকে। যা মোট আবাদী জমির মাত্র ১.৮০%। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে আবাদি জমির পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব নয় বিধায় সবজির উন্নত জাত আবাদের মাধ্যমে সবজির ফলন বৃদ্ধি করে দেশের ক্রমবর্ধমান সবজির চাহিদা মেটানো যেতে পারে।

পটভূমি ঃ

বিএডিসি ১৯৮০ সাল থেকে সবজি বীজ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করে। এরপর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, এফএও এর সহায়তায় বিভিন্ন মেয়াদে সবজি বীজ উৎপাদন শক্তিশালীকরণ (টিএ) প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এ প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে বিএডিসি এবং বিএআরআইতে সবজি বীজ গবেষণা, উন্নয়ন ও উৎপাদনে দক্ষ জনবল এবং আধুনিক অবকাঠামো সৃষ্টি হয় যার ফলে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বেসরকারি খাতে সাংগঠনিকভাবে সবজি বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়া সূচিত হয়। এর ফলে ১৯৯১-৯২ সালে প্রায় শূন্য অবস্থান থেকে সরকারি ও বেসরকারি খাত বর্তমানে মান সম্পন্ন বীজের চাহিদার উল্লেখযোগ্য অংশ সরবরাহ করছে। এ প্রকল্পটি গত জুলাই' ২০০৪ সাল থেকে উন্নয়ন খাতের পরিবর্তে রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ প্রদানের প্রেক্ষিতে সবজি বীজ কর্মসূচি হিসেবে রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে ।

প্রধান প্রধান কার্যক্রম ঃ

* বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট (বারি) উদ্ভাবিত সবজি জাতসমূহের ভিত্তি বীজ উৎপাদন করা।
* সবজির উন্নত জাত নির্বাচন, বিশুদ্ধকরণ ও বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ
* আধুনিক প্রথায় সবজির ভিত্তি বীজ উৎপাদন ও উদ্যোক্তাদের সরবরাহ ।
* সংস্থার বিভিন্ন খামারে উন্নত মানের সবজি বীজ পরিবর্ধন ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ।
* বিএডিসির চুক্তিবদ্ধ সবজি বীজ চাষীদের মাধ্যমে উন্নত সবজি বীজ উৎপাদন করা।
* সবজি চাষীদের মধ্যে আধুনিক ও উন্নতমানের সবজি বীজের সরবরাহ বৃদ্ধি ও আধুনিক সবজি বীজ প্রযুক্তি হস্তান্তর।
* সবজি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, শুকানো, শোধন, সংরক্ষণ ও পরীক্ষণ সেবা প্রদান ।
* কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, উদ্যোক্তা ও বীজ চাষীদের সাথে যোগসূত্র রক্ষা।
* প্রযুক্তি মালা আহরণ, মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষণ ও প্রয়োগ সম্প্রসারণ।
* সবজির উৎপাদন, ফলন-শীলতা এবং মাথাপিছু প্রাপ্যতা ও ব্যবহার বৃদ্ধি।
* আত্মকর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, খাদ্য ঘাটতি ও অপুষ্টি লাঘবে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

বিএডিসি'র খামারে পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন

বিএডিসি'র সবজি বীজ উৎপাদন খামারে উৎপাদিত চিচিঙ্গা

অবকাঠামো ঃ

জাতীয় সবজি বীজ কর্মসূচির আওতায় সবজি বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে ১৯৮১ সালে রংপুর ও মেহেরপুর ২টি সবজি বীজ উৎপাদন খামার প্রতিষ্ঠিত হয়। রংপুর খামারের আয়তন ৭৩.৯০ একর, তন্মধ্যে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৫৮.৭৯ একর । খামারে শীত ও গ্রীষ্মকালীন সবজি বীজের পাশাপাশি দানাশস্য বীজ উৎপাদন করা হয়। এছাড়া ২০০৯-১০ অর্থ বছর থেকে বাস্তবতার নিরীখে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। সবজি বীজের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রক্ষাকল্পে ২০০১-২০০২ অর্থবছর থেকে চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে শীত ও গ্রীষ্মকালীন উন্নতমানের সবজি বীজ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা হয়। চুক্তিবদ্ধ চাষীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিটি খামারে আধুনিক সুবিধাদিসহ কৃষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। মানসম্পন্ন বীজের চাহিদা পূরণে রংপুর সবজি বীজ উৎপাদন খামারের বিশেষ অবদান আছে। মেহেরপুর খামারের আয়তন ৫২.০০ একরের মধ্যে চাষযোগ্য জমি ৪৩.০০ একর।

(বাকী অংশ ৮ পৃষ্ঠায়)

(০৭ পৃষ্ঠা এর পর)

নব্বই দশকের পরবর্তী সময়ে এফএও এর কারিগরী ও আর্থিক সহায়তায় খামারের বীজ সংগ্রহ ও আধুনিকীকরণসহ ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটে। বীজ প্রযুক্তিগত দিক বিবেচনায় বর্তমানে এটি একটি আধুনিক সবজি বীজ উৎপাদন খামার। এছাড়া গাবতলী, মিরপুর, ঢাকায় অবস্থিত সবজি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের মাধ্যমে উৎপাদিত সবজি বীজ সমূহ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ করা হয়। উল্লেখ্য, সবজি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে ১০৭ মে.টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি ডিহিউমিডিফাইড গুদাম রয়েছে, উক্ত গুদামে সবজি বীজ বিভাগের উৎপাদিত সবজি বীজ সংরক্ষণসহ বেসরকারি উদ্যোক্তা/ ব্যবসায়ীদের সবজি বীজ সংরক্ষণ করার সুযোগ রয়েছে।

তাছাড়া সবজি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের কাজ সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনার জন্য ময়েশ্চার মিটার, জার্মিনেটর, সীড ব্লোয়ার, সীড ক্লিনার/ গ্রেডার, ওভেন, ভ্যাকুয়াম প্লান্ট কাউন্টার, অটোমেটিক ফর্মফিল সিলিং মেশিন, সীড ড্রায়ার, সীড ট্রিটার এবং ডিহিউমিডিফায়ার ইত্যাদি আধুনিক যন্ত্রপাতি

এছাড়া ফরিদপুর ও পাবনায় সবজি বীজ বিভাগের অধীন ২০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন দুটি পেঁয়াজ বাল্ব বীজ হিমাগার রয়েছে। উক্ত দুটি হিমাগারে ফরিদপুর ও পাবনা কঃ গ্রোঃ জোনের চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উৎপাদিত পেঁয়াজ বাল্ব বীজ সংরক্ষণের সুবিধা রয়েছে।

সবজি বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম :
জাতীয় সবজি বীজ কর্মসূচির আওতাধীন ২টি সবজি বীজ উৎপাদন খামার এবং কঃ গ্রোঃ জোনের মাধ্যমে শীতকালীন সবজি বীজ যেমন টমেটো, বেগুন, মূলা, পালংশাক, লালশাক, পুঁইশাক, দেশি সীম, ঝুপড়ি সীম, মটরশুটি, লাউ, মিষ্টিকুমড়া, চালকুমড়া এবং গ্রীষ্মকালীন সবজি বীজ যেমন কলমীশাক, ডাঁটাশাক, বরবটি, করলা, ঢেঁড়স, শশা, চিচিঙ্গা এর ভিত্তি ও মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন করা হয়। তাছাড়া ২০০৯-১০ অর্থ বছর হতে "হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ" প্রকল্পের মাধ্যমে ২টি সবজি বীজ উৎপাদন খামারসহ সংস্থার ৯টি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র, ১৩টি এগ্রো সার্ভিস

বিএডিসি'র রংপুর সবজি বীজ উৎপাদন খামারে বেগুন চাষ

বিএডিসি'র রংপুর সবজি বীজ উৎপাদন খামারে করলা চাষ

সেন্টার ও একটি পাট বীজ খামারের মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা হয়। প্রকল্প শেষ হওয়ার পর শুধুমাত্র সবজি বীজ উৎপাদন খামারের মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। তাছাড়া ২০০৭-০৮ অর্থ বছর হতে ২০০৯-১০ অর্থ বছর পর্যন্ত "পেঁয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ ও মরিচ উৎপাদন বৃদ্ধির সমন্বিত" প্রকল্পের মাধ্যমে পেঁয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ ও মরিচ বীজ উৎপাদন করা হয়। প্রকল্পটির মেয়াদ জুন, ২০১০ এ শেষ হওয়ায় বর্তমানে নিজস্ব অর্থায়নে শুধু পেঁয়াজ বীজ ও পেঁয়াজ বাল্ব বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। খামার ও কঃগ্রোঃ জোন হতে উৎপাদিত সবজি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র, গাবতলী, মিরপুর, ঢাকায় আধুনিক প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতির মাধ্যমে মানসম্মতভাবে প্রক্রিয়াজাকরণ ও সংরক্ষণ করা হয়। প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ শেষে বীজ বিতরণ বিভাগের বিতরণ কর্মসুচি অনুযায়ী বিক্রয় কেন্দ্রসমূহে বীজ প্রেরণ করা হয়।

কৃষির উন্নয়নে বীজই প্রধান ও মুখ্য উপকরণ। বিএডিসি বাংলাদেশের সবজি বীজের চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ভাল বীজের উপরই নির্ভর করে সার ও পানি ব্যবহারের কার্যকারিতা। বীজ ভাল না হলে ঐসব উপকরণের ব্যবহার ফলপ্রসু হয় না। ভাল বীজ ফসলের ফলন ২০-২৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে সক্ষম। বিএডিসি বর্তমানে জাতীয় চাহিদার ৩% হারে সবজি বীজ সরবরাহ করার সক্ষমতা অর্জন করেছে। খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তোলার লক্ষ্যে অধিক ফলন দিতে সক্ষম এমন জাতের উচ্চ ফলনশীল ও হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ করার লক্ষ্যে সবজি বীজ বিভাগের মাধ্যমে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। যাতে দেশের পুষ্টি চাহিদা অনেকাংশেই পূরণ করা সম্ভব হয়।

(বাকী অংশ ০৯ পৃষ্ঠায়)

ভাল বীজে
ভাল ফসল

(০৮ পৃষ্ঠা এর পর)

গত ৫ বছরের সবজি বীজ, হাইব্রিড সবজি বীজ ও পেঁয়াজ বীজ এবং পেঁয়াজ বাল্ব বীজ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতির তথ্য

বছর	ফসলের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (মে.টন)			অর্জন (মে.টন)		
		ভিত্তি	মানঘোষিত	মোট	ভিত্তি	মানঘোষিত	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০১২-১৩	গ্রীষ্মকালীন সবজি বীজ	১৭.৩০০	৩৩.৮৬০	৫১.১৬০	৭.০১৩	৪০.৬৯৯	৪৭.৭১২
	শীতকালীন সবজি বীজ	২১.৭৫৫	৫২.৪৬৮	৭৪.২২৩	১৩.৩৭২	৬০.০৩৩	৭৩.৪০৫
	মোট সবজি বীজ	৩৯.০৫৫	৮৬.৩২৮	১২৫.৩৮৩	২০.৩৮৫	১০০.৭৩২	১২১.১১৭
	হাইব্রিড সবজি বীজ		০.২৯৫	০.২৯৫		০.২৮০	০.২৮০
	পেঁয়াজ বীজ		১৫.০০০	১৫.০০০		১৪.৮৭৪	১৪.৮৭৪
	পেঁয়াজ বাল্ব বীজ		৯৫.০০০	৯৫.০০০		৯২.২৪০	৯২.২৪০
	মোট পেঁয়াজ বীজ ও পেঁয়াজ বাল্ব বীজ		১১০.০০০	১১০.০০০		১০৭.১১৪	১০৭.১১৪
	সর্বমোট	৩৯.০৫৫	১৯৬.৬২৩	২৩৫.৬৭৮	২০.৩৮৫	২০৮.১২৬	২২৮.৫১১
২০১৩-১৪	গ্রীষ্মকালীন সবজি বীজ	১৯.৮৯০	৩২.৬৬০	৫২.৫৫০	৮.৪৩৪	৩৯.১৮৬	৪৭.৬২০
	শীতকালীন সবজি বীজ	২২.৫৫৯	৫১.৫৫০	৭৪.১০৯	৮.২৪৪	৬৩.৬৬৭	৭১.৯১১
	মোট সবজি বীজ	৪২.৪৪৯	৮৪.২১০	১২৬.৬৫৯	১৬.৬৭৮	১০২.৮৫৩	১১৯.৫৩১
	হাইব্রিড সবজি বীজ		০.০৫০	০.০৫০		০.০৫০	০.০৫০
	পেঁয়াজ বীজ		১০.০০০	১০.০০০		৮.২৩৯	৮.২৩৯
	পেঁয়াজ বাল্ব বীজ		৯৫.০০০	৯৫.০০০		১০০.০০০	১০০.০০০
	মোট পেঁয়াজ বীজ ও পেঁয়াজ বাল্ব বীজ		১০৫.০০০	১০৫.০০০		১০৮.২৩৯	১০৮.২৩৯
	সর্বমোট	৪২.৪৪৯	১৮৯.০৬০	২৩১.৭০৯	১৬.৬৭৮	২১১.১৪২	২২৭.৮২০
২০১৪-১৫	গ্রীষ্মকালীন সবজি বীজ	২০.০০০	৩২.২০০	৫২.২০০	৮.২৫৭	২৯.৭৬৭	৩৮.০২৪
	শীতকালীন সবজি বীজ	২৩.৩২৯	৪৮.৮৩০	৭২.১৫৯	৮.৬৬৭	৪৭.৭২৫	৫৬.৩৯২
	মোট সবজি বীজ	৪৩.৩২৯	৮১.০৩০	১২৪.৩৫৯	১৬.৯২৪	৭৭.৪৯২	৯৪.৪১৬
	হাইব্রিড সবজি বীজ		০.০৩০	০.০৩০		০.০৩৭	০.০৩৭
	পেঁয়াজ বীজ		৮.০০০	৮.০০০		৭.০২৮	৭.০২৮
	পেঁয়াজ বাল্ব বীজ		১০০.০০০	১০০.০০০		১০২.০৪০	১০২.০৪০
	মোট পেঁয়াজ বীজ ও পেঁয়াজ বাল্ব বীজ		১০৮.০০০	১০৮.০০০		১০৯.০৬৮	১০৯.০৬৮
	সর্বমোট	৪৩.৩২৯	১৮৯.০৩০	২৩২.৩৮৯	১৬.৯২৪	১৮৬.৫৯৭	২০৩.৫২১
২০১৫-১৬	গ্রীষ্মকালীন সবজি বীজ	১৩.২৫০	৩৬.২০০	৪৯.৪৫০	৮.০২৭	৩৫.০৬০	৪৩.০৮৭
	শীতকালীন সবজি বীজ	১৬.৭২৫	৪১.৭০৫	৫৮.৪৩০	৭.৩৪২	৩২.৩৮৩	৩৯.৭২৫
	মোট সবজি বীজ	২৯.৯৭৫	৭৭.৯০৫	১০৭.৮৮০	১৫.৩৬৯	৬৭.৪৪৩	৮২.৮১২
	হাইব্রিড সবজি বীজ		০.০৩৫	০.০৩৫		০.০১৩	০.০১৩
	পেঁয়াজ বীজ		৭.০০০	৭.০০০		৭.৪৭০	৭.৪৭০
	পেঁয়াজ বাল্ব বীজ		৯০.০০০	৯০.০০০		৯৬.৯২০	৯৬.৯২০
	মোট পেঁয়াজ বীজ ও পেঁয়াজ বাল্ব বীজ		৯৭.০০০	৯৭.০০০		১০৪.৩৯০	১০৪.৩৯০
	সর্বমোট	২৯.৯৭৫	১৭৪.৯৪০	২০৪.৯১৫	১৫.৩৬৯	১৭১.৮৪৬	১৮৭.২১৫
২০১৬-১৭	গ্রীষ্মকালীন সবজি বীজ	৮.১৫৫	২৮.৪০০	৩৬.৫৫৫	৭.৯৭০	৩১.০৩০	৩৯.০০০
	শীতকালীন সবজি বীজ	৮.৬৭৩	৩৯.৪০০	৪৮.০৭৩	৮.৫৭৩	৪৫.৯৩৪	৫৪.৫০৭
	মোট সবজি বীজ	১৬.৮২৮	৬৭.৮০০	৮৪.৬২৮	১৬.৫৪৩	৭৬.৯৫৪	৯৩.৫০৭
	হাইব্রিড সবজি বীজ		০.০২৪	০.০২৪		০.০২২	০.০২২
	পেঁয়াজ বীজ		৭.০০০	৭.০০০		৫.০০০	৫.০০০
	পেঁয়াজ বাল্ব বীজ		১১০.০০০	১১০.০০০		১১১.৬৪০	১১১.৬৪০
	মোট পেঁয়াজ বীজ ও পেঁয়াজ বাল্ব বীজ		১১৭.০০০	১১৭.০০০		১১৬.৪১০	১১৬.৬৪০
	সর্বমোট	১৬.৮২৮	১৮৪.৮২৪	২০১.৬৫২	১৬.৫৪৩	১৯২.০৪২	২১০.১৬৯

বিএডিসিতে পানি সাশ্রয়ী ড্রিপ সেচ পদ্ধতির প্রর্দশনী স্থাপন

মোঃ জিয়াউল হক, প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি, ঢাকা

পানির অপর নাম জীবন। পানি ছাড়া প্রাণি ও উদ্ভিদের জীবন ধারণ করা সম্ভব নয়। উদ্ভিদের জলীয় অংশ প্রায় ৭৮%। তাই সেচ ছাড়া উদ্ভিদের আশানুরূপ বৃদ্ধি ও ফলন পাওয়া যায় না। অপরিকল্পিতভাবে সেচের পানির ব্যবহারের ফলে দিন দিন ভূর্গভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। অপরদিকে নদীনালা, খাল বিল পলি পড়ে ভরাট হয়ে ভূপরিস্থ পানির জলাধার কমে যাচ্ছে, যা দেশের জন্য অশনি সংকেত। তাই পানির ব্যবহারের ওপর কঠোর নজরদারির প্রয়োজন। অপরদিকে গত ২৪ মার্চ ১৯৯৭ তারিখে জাতীয় দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে জানা যায়, যদি আগামীতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হয় তা পানির জন্য হতে পারে। উদ্ভিদে কৃত্রিমভাবে পানি প্রয়োগের ওপর ভিত্তি করে সেচ পদ্ধতিকে মোট ৪ (চার) ভাগে ভাগ করা যায়। যেমনঃ ক) ভূপরিস্থ সেচ (Surface Irrigation) খ) ভূগর্ভস্থ সেচ (Sub Surface Irrigation) গ) ড্রিপ সেচ (Drip Irrigation) ও ঘ) স্প্রিংকলার সেচ (Sprinkler Irrigation)। দেশের সেচ ব্যবস্থাপনায় মূলত ভূপরিস্থ পদ্ধতি ব্যবহার হয়ে আসছে। বর্তমানে ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ পানির অপ্রতুলতা এবং লবণাক্ততার কারণে সেচ ব্যবস্থাপনায় আরও আধুনিকায়ন সময়ের দাবী। সে লক্ষ্যে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান মহোদয়ের মৌখিক নির্দেশে উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র, কাশিমপুর, গাজীপুরে পানি সাশ্রয়ী ড্রিপ সেচ পদ্ধতির প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত প্রর্দশনী স্থাপনের কারিগরি সহায়তা প্রদান করেন বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ বিভাগের তৎকালীন উপপ্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ জিয়াউল হক এবং বাস্তবায়নে সহযোগিতা করেন কাশিমপুর উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রের যুগ্মপরিচালক জনাব মোঃ মাহবুবে আলম। ড্রিপ সেচ প্রদর্শনীটি রয়েল থাই এম্বাসির অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হয়। গত ২৪ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র, কাশিমপুর গাজীপুরের মিশ্র ফল বাগানে ড্রিপ সেচ প্রদর্শনীটি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন Her Excellency Ms Panpimon Suwannapongse, Ambassador, Ms Chom Punnet, Second Secretary and Mr. Shahjahan Reza, Senior Administrative Officer, Thai Embassy, Dhaka আরও উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন, মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান) জনাব আশুতোষ লাহিড়ী ও অন্যান্য স্থানীয় কর্মকর্তাবৃন্দ।

বিএডিসি'র কাশিমপুর খামারে ড্রিপ সেচ পদ্ধতিতে সেচ প্রদান

ড্রিপ সেচ পদ্ধতির ইতিহাস: অতি প্রাচীন কালেও আদি ড্রিপ সেচ পদ্ধতিতে সেচ প্রদান করা হতো। প্রথম দিকে ড্রিপ সেচ ব্যবস্থা চালু হয় চীন দেশে। ১৮৬০ সালে জার্মানিতে আধুনিক ড্রিপ সেচ পদ্ধতি চালু করা হয়। পরবর্তীতে জার্মানীতে ছিদ্র বহুল পাইপের মাধ্যমে ড্রিপ সেচ পদ্ধতি চালু হয়। ১৯২০ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানী Hannis Thill. পিভিসি পাইপের মাধ্যমে ড্রিপ সেচ উন্নয়ন করেন। ১৯৫৯ সালে ইসরাইলের Simcha Blass এবং তদীয় পুত্র Yashayahm প্রথম প্লাষ্টিক ইমিটার (Emitter) / ড্রিপার (Dripper) তৈরি করেন। পরবর্তীতে তার সহপাঠি Kibbutz Hatzerin সহিত গবেষণার মাধ্যমে উক্ত ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং স্বত্ব (Patent) করে মাঠে ব্যবহার করেন। ১৯৬৪ সালে কৃষিতে আর্থিকভাবে মূল্যবান উদ্ভাবনী হলো ড্রিপ সেচ পদ্ধতি। ড্রিপ সেচ পদ্ধতি একটি আধুনিক পানি সাশ্রয়ী সেচ পদ্ধতি। উদ্ভিদের বাড়বাড়তি, বংশ ও ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনের সময় ও পরিমাণ মোতাবেক গাছের গোড়ায় কৃত্রিমভাবে ফোটায় ফোটায় পানি প্রদানকে ড্রিপ সেচ বলে। যে সব এলাকায় পানির দুষ্প্রাপ্যতা এবং লবণাক্ততা রয়েছে সে সব এলাকায় ড্রিপ পদ্ধতিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব। উদ্ভিদের সেচের প্রয়োজনীয়তা, ঘনঘন এবং যথাযথ পানি ব্যবহারের জন্য ড্রিপ সেচ একটি আদর্শ মাধ্যম। ড্রিপ সেচে গতানুগতিক পানির অপচয় যেমন: পানির অনুপ্রবেশ (Percolation), গড়িয়ে পড়া (Runoff) এবং বাষ্পীভবন (Evaporation) হয় না বললেই চলে। উক্ত সেচ পদ্ধতিতে চাহিদা মোতাবেক ইমিটার/ড্রিপার এর মাধ্যমে ফোটায় ফোটায় মূলাঞ্চলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি অনুযায়ী সেচ প্রদান করা যায়। ইমিটার/ড্রিপার সূক্ষ্ম অগ্রভাগ বিশিষ্ট ফোটায় ফোটায় পানি প্রবাহকারী একটি যন্ত্র। বর্ণিত পদ্ধতিটি সাধারণত ফল বাগান এবং সবজি মাঠে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ড্রিপ সেচে প্রাথমিক খরচ একটু বেশি হলেও পরবর্তী খরচ খুবই কম। বর্তমানে দেশে প্রচলিত ছাদ কৃষি/ছাদ বাগানেও ড্রিপ সেচ সহজে ব্যবহার করা সম্ভব। ড্রিপ সেচ পদ্ধতিতে সাধারণত একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় জলাধার হতে ছোট ব্যাসার্ধের ইউপিভিসি (Unplasticized Poly Vinyl Chloride) / ফ্লেক্সিবল (Flexible) পাইপের সাথে মাইক্রো টিউব (Micro tube) সংযোগ করে উহার শেষ প্রান্তে ইমিটার/ ড্রিপার সংযুক্ত করে

(বাকী অংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

(১০ পৃষ্ঠা এর পর)

নির্দিষ্ট দূরত্বে উদ্ভিদের গোড়ায় পানি সরবরাহ করা হয়। বেশি দূরত্বে শস্য যেমন ফলজ উদ্ভিদে স্প্রিংকলার ও অন্যান্য সেচ পদ্ধতির চেয়ে ড্রিপ সেচ পদ্ধতি অর্থনৈতিকভাবে সাশ্রয়ী। ড্রিপ পদ্ধতিটি সাধারণত আঙ্গুর, ইক্ষু, পেপেঁ, কলা, পেয়ারা এবং অন্যান্য ফল বাগান ও সবজি এবং বাড়ির ছাদ কৃষি/ ছাদ বাগানে ব্যবহার করা যাবে। প্রতিটি বাসা/ বাড়ির ছাদে নির্দিষ্ট উচ্চতার পানির ট্যাংক/জলাধার রয়েছে। ট্যাংকের সরবরাহ পাইপের সাথে কম ব্যাসার্ধের ফ্লেক্সিবল পাইপ সংযোগ করে উক্ত পাইপের সাথে মাইক্রো টিউব লাগানো হয়। মাইক্রো টিউবের অন্য মাথায় ইমিটার/ড্রিপার সংযোগ করতে হবে। ড্রিপ পদ্ধতিতে গাছের মূলাঞ্চলে সঠিক মাত্রায় পানি প্রয়োগের ফলে পানি সাশ্রয় হয় এবং গাছের ফলনও বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে গাছের মূলাঞ্চলে কম পানি সরবরাহের ফলে লবণাক্ততা কমে যায় এবং ফার্টিগেশনের (Fertigation) মাধ্যমে সারের অপচয় রোধ করা যায়। ড্রিপ সেচ পদ্ধতিতে সেচের প্রয়োগ দক্ষতা ৯০% বা অধিক। ড্রিপ সেচ পদ্ধতি স্থাপনে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম ও মালামালের প্রয়োজন হয়। যেমন: প্রধান (Main) পাইপ, সাব-মেইন (Sub Main) পাইপ, পাশাপাশি (Lateral) পাইপ এবং ইমিটার/ড্রিপার। এছাড়াও ভাল্ব, প্রেসার রেগুলেটর, ফিল্টার, প্রেসার গেজ ও ফার্টিলাইজার এপ্লিক্যাটর ব্যবহার করা হয়। ড্রিপ সেচ পদ্ধতি ডিজাইনে পাশাপাশি পাইপে পানির চাপ কমপক্ষে ০.১৫ থেকে ০.২০ কেজি / বর্গ সেঃ মিঃ এবং সর্বোচ্চ ১.০ হতে ১.৭৫ কেজি / বর্গ সেঃ মিঃ প্রয়োজন পড়ে। ড্রিপ সেচ পদ্ধতিতে কাঙ্ক্ষিত পানির চাপ ০.৫০ থেকে ১.০ কেজি/বর্গ সেঃ মিঃ হওয়া বাঞ্চনীয়। কম পানির চাপেও ড্রিপ সেচ পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব। এতে জ্বালানী/বিদ্যুৎ শক্তি অপচয় কম হয়। প্রতিটি ইমিটার/ড্রিপারে পানির সরবরাহের নির্গমনের হার সাধারণত ২ থেকে ১০ লিটার/ঘন্টা। আধুনিক ড্রিপ সেচ পদ্ধতিতে সেন্সর (Sensor) ব্যবহার করে সেচ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

ড্রিপ সেচ পদ্ধতি ডিজাইনে লক্ষনীয় বিষয়সমূহ:

০১। পানির উৎস (Water Source): সাধারণত যে কোন নলকূপ অথবা পানির ট্যাংক হতে ড্রিপ সেচের পানি সরবরাহকরণ;

০২। শস্যের ধরণ (Types of Crop): বিভিন্ন শস্যের সেচের প্রয়োজনীয়তা ও গাছ হতে দূরত্ব নির্ভর করে ইমিটার/ড্রিপারের নির্বাচনকরণ;

০৩। মাটি (Soil): মাটির গঠন ও বুনট (Soil Structure and Texture), পানি অনুপ্রবেশ হার (Rate of Infiltration), পানি ধারণ ক্ষমতা (Water Holding Capacity) এবং আয়তনিক ঘনত্ব (Bulk Density) এর ওপর নির্ভর করে ইমিটার/ড্রিপারের ধরন, দূরত্ব এবং সেচ সিডিউল নির্বাচনকরণ;

০৪। ভূমির বন্ধুরতা (Topographic Condition): ভূমির বন্ধুরতার উপর নির্ভর করে মেইন/সাব-মেইন লাইন নির্মাণকরণ;

০৫। জলবায়ু (Climatic Record): মৌসুমী জলবায়ুর উপর নির্ভর করে কখন, কী পরিমাণ সেচ প্রদান করতে হবে তা নির্বাচনকরণ;

ড্রিপ সেচ পদ্ধতির সুবিধাসমূহ:

* সেচের প্রয়োগ দক্ষতা বেশি।
* মাঠ/ভূমি সমতল করার প্রয়োজন হয় না;
* মাটির ক্ষয় ও আগাছা কম হয়;
* পানি সমভাবে বিতরণ হয়;
* শ্রমিক কম প্রয়োজন;
* ড্রিপারের ওপর নির্ভর করে সরবরাহ কম/ বেশি করা যায়;
* ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে সারের অপচয় কম হয়;
* বৃক্ষপত্রাবলী/পাতা শুষ্ক থাকায় রোগের ঝুঁকি কম;
* ঘনঘন সেচ প্রয়োগে মাটির ধরনের ওপর কোন প্রভাব ফেলে না; * মাটির পানির ধারণ ক্ষমতা ওপর মূলাঞ্চলের আর্দ্রতা নির্ভর করে:
* অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে পানি প্রবাহে কম চাপে পরিচালনা করা সম্ভব হয়।

ড্রিপ সেচ পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা সমূহ ঃ

* প্রাথমিক খরচ বেশি;
* পরিষ্কার, ময়লা ও লবণমুক্ত পানির প্রয়োজন।

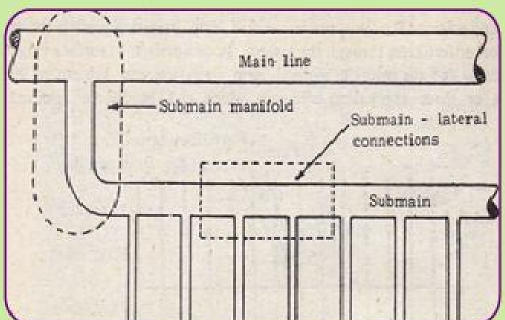

ড্রিপ সেচ পদ্ধতির পাইপের বিন্যাস

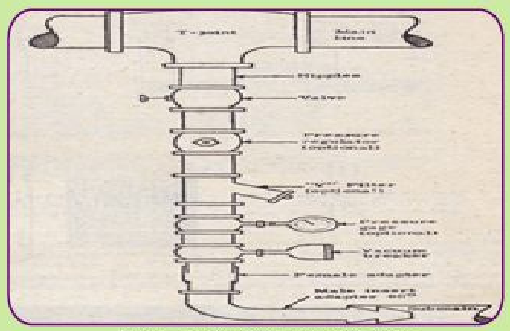
ড্রিপ সেচ পদ্ধতির বিভিন্ন সরঞ্জামাধির বিন্যাস

পরিমিত সেচ দিন
অধিক ফসল ঘরে নিন

বিএডিসিতে বীজ ফসলের গ্রো-আউট টেস্ট কার্যক্রম

ড. মোঃ শাফায়েত হোসেন, উপব্যবস্থাপক(বীপ্রস), বিএডিসি, ঢাকা

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনে উন্নতমানের বীজ একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উপাদান। উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের বীজের মান নিয়ন্ত্রণ, অবনতিরোধ ও উত্তরোত্তর গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতি মৌসুমে নিয়মিতভাবে গ্রো-আউট টেস্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এটা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি বীজমান নিয়ন্ত্রণ ও বীজের জাত বিশুদ্ধতা পরীক্ষা পদ্ধতি। গ্রো-আউট টেস্টের উদ্দেশ্য হলো উৎপাদিত বীজের জাত বিশুদ্ধতা মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা করা; উৎপাদিত বীজে বিজাত বা অফ-টাইপের উপস্থিতি যাচাই ও সংমিশ্রণের পরিমাণ নির্ণয় করা; কোন উৎসের বীজে বিজাত ও অফ-টাইপের উপস্থিতি গ্রহণযোগ্য মাত্রার অধিক কিনা তা চিহ্নিত করা; বীজে বিজাত ও অফ-টাইপের উপস্থিতির কারণ নির্ণয় ও প্রতিকার করা; মাঠ দিবসের মাধ্যমে বীজ উৎপাদকগণকে সরেজমিন স্ব স্ব বীজের মান প্রদর্শন করা; পরীক্ষাগারের পাশাপাশি সরেজমিন বাহ্যিক সাদৃশ্যপূর্ণ বীজের বিশুদ্ধতা সঠিকভাবে নির্ণয় ও সচেতন করা এবং গ্রো-আউট টেস্টের ফলাফলের ভিত্তিতে কারিগরী ও প্রশাসনিক প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

বাস্তবায়ন কৌশল ঃ

ধান ও গমবীজের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ এবং আরও উন্নত করার জন্য পরীক্ষাগারে বীজের বিশুদ্ধতা পরীক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন মৌসুমে নিয়মিতভাবে গ্রো-আউট টেস্ট এর মাঠদিবস কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। ধান ও গমবীজের মধ্যে এমন কিছু জাত রয়েছে যার আকার, রং ও বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যাবলী এতই সাদৃশ্যপূর্ণ যে পরীক্ষাগারে বীজের বিশুদ্ধতা পরীক্ষাকালে বিজাত বা অফ-টাইপ সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। তাই জাতের বিশুদ্ধতা সঠিকভাবে নির্ণয় ও উত্তরোত্তর বীজের গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সংস্থার মধুপুর, টেবুনিয়া, গোকুলনগর, কুশাডাঙ্গা, ইটাখোলা, নীলফামারী এবং ডোমার ভিত্তি বীজআলু উৎপাদন খামারে আমন ও বোরো ধানবীজ এবং বারাদি, ঠাকুরগাঁও ও

টেবুনিয়া খামারে গ্রো-আউট টেস্ট কার্যক্রম

টেবুনিয়া বীজ উৎপাদন খামারে গমবীজের গ্রো-আউট টেস্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এছাড়াও দিনাজপুরের নশিপুর পাটবীজ উৎপাদন খামারে পাটবীজের গ্রো-আউট টেস্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

বীজের নমুনা সংগ্রহ ও প্রেরণ ঃ

যুগ্মপরিচালক (বীজ পরীক্ষাগার) আমন ধান, বোরো ধান ও গমবীজের নমুনা বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র বা বীজ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে সংগ্রহ করে গজানোর হার পরীক্ষার পর উৎসভিত্তিক ও জাতওয়ারি কোড নম্বর দিয়ে গ্রো-আউট টেস্টের জন্য নির্ধারিত প্রত্যেক খামারে প্রেরণের লক্ষ্যে প্রস্তুত করা হয়। গ্রো-আউট টেস্ট বাস্তবায়নকারী প্রত্যেক খামারে ধানের জন্য ২০০টি ও গমের জন্য ১৫০টি বীজের নমুনা প্রয়োজন হয়। ধানের ক্ষেত্রে ১৫০ গ্রাম এবং গমের ক্ষেত্রে ১০০ গ্রাম করে বীজের নমুনা নাম, জাত ও শ্রেণি উল্লেখপূর্বক পৃথক কোড নম্বর দিয়ে পলিথিন ব্যাগে সিল-গালা করে পাঠাতে হয়। আমন ধানবীজ ২৫ মে, বোরো ধানবীজ ২৫ নভেম্বর এবং গমবীজ ৩১ অক্টোবর এর মধ্যে বীজ পরীক্ষাগার থেকে গ্রো-আউট টেস্ট কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী খামারে পৌঁছাতে হয় বিধায় মৌসুমের আগেই বীজ পরীক্ষাগার কর্তৃক সকল খামার ও বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র থেকে নমুনা সংগ্রহ করতে হয়। তাছাড়া নমুনা প্রেরণের সময় সংশ্লিষ্ট খামারের নিকটবর্তী কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স জোন, বীপ্র কেন্দ্র ও খামারের বীজ অবশ্যই প্রেরণ নিশ্চিত করতে হয়। উল্লেখ্য যে, যুগ্মপরিচালক (বীজ পরীক্ষাগার) প্রতিনিধি প্রেরণপূর্বক বীজ সংগ্রহকালীন ট্রাক থেকে, বিপণন মৌসুমে বিক্রয় কেন্দ্র থেকে এবং বিভিন্ন খামারে সংরক্ষিত ভিত্তি বীজের মজুদ থেকেও নমুনা সংগ্রহ করতে পারেন। যুগ্মপরিচালক (বীজ পরীক্ষাগার) সকল নমুনার তথ্যাদি সংরক্ষণ এবং মৌসুম শেষে নির্দিষ্ট ছক মোতাবেক ফলাফলের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রণয়ন করেন এ ক্ষেত্রে বীজ নমুনার কোড নম্বর অবশ্যই গোপন রাখতে হয়। তবে মাঠ দিবসে কোড নম্বরটি উন্মুক্ত করে প্লটওয়ারী বীজের উৎপাদনকারী খামার/কঃ গ্রোঃ জোন এবং বীপ্রকেন্দ্র/বীউ কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণকে অবহিত করা হয় যাতে প্রত্যেকে স্ব স্ব বীজের জাতের বৈশিষ্টাবলী দেখতে পারেন।

সরেজমিন বাস্তবায়ন পদ্ধতি ঃ

উপপরিচালক (খামার)/সিনিয়র সহকারী পরিচালক (খামার), মধুপুর, টেবুনিয়া, কুশাডাঙ্গা, গোকুলনগর, ইটাখোলা, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী এবং ডোমার ভিত্তি বীজআলু উৎপাদন খামার নিজস্ব তত্ত্বাবধানে নিরপেক্ষভাবে নিজ নিজ খামারে গ্রো-আউট টেস্ট কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন। বীজ পরীক্ষাগার থেকে প্রেরিত নমুনা সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ধানবীজের গ্রো-আউট টেস্ট ৪০৫০ বর্গমিটার (১.০০ একর) জমিতে এবং গমবীজের গ্রো-আউট টেস্ট ২০২৫ বর্গমিটার (০.৫০ একর) জমিতে সম্পাদন করতে হয়। গ্রো-আউট প্লটে ২০ সেঃ মিঃ ১৫ সেঃমিঃ দূরত্বে ১টি জাতভেদে ২৫-৩৫ দিন বয়সের ১টি করে ধানের চারা রোপন করতে হয়।

(বাকী অংশ ১৩ পৃষ্ঠায়)

(১২ পৃষ্ঠায় এর পর)

গমবীজ ১৫ সেঃ মিঃ দূরত্বে লাইন করে ১০ সেঃ মিঃ পর পর ১টি করে বীজ বপন করতে হয় এবং কোন গর্তে একাধিক চারা হলেও তুলে না ফেলে তা রেখে দিতে হবে। প্রত্যেক প্লটে ধানের ক্ষেত্রে ১০০০টি ও গমের ক্ষেত্রে ২০০০টি চারা থাকতে হয়। বপন/রোপণের পর কোন চারা যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে এবং কোন কারণে যদি চারা নষ্ট হয় তবে বপন বা রোপণের ৭-১০ দিনের মধ্যে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট লটের চারা দ্বারা গ্যাপ ফিলিং করা যাবে। ফসলের জমিতে সকল প্রকার আন্তঃপরিচর্যা যথারীতি সম্পন্ন করতে হয়। তবে কিছুতেই রগিং বা বিজাত তুলে ফেলা যাবে না। পরিদর্শনকালে অফটাইপ/বিজাত দেখা গেলে অফটাইপ/বিজাতের গাছের গোড়ায় বাঁশের কাঠি পুঁতে ট্যাগকার্ড টাঙ্গিয়ে তথ্যাদি লিখে রাখতে হবে। জাতভিত্তিক প্লটসমূহ পাশাপাশি তৈরি এবং সাইনবোর্ড লাগাতে হবে। প্রতিটি খামারে একই মাপের প্লট সাইজ থাকতে হবে। ফসলের জীবনকাল অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক খণ্ড করে বীজ বপন করতে হবে যাতে একই সঙ্গে সকল জাত পরিপক্ক অবস্থায় আসে এবং যথাসময়ে মাঠ দিবস কার্যক্রম সম্পাদন করা যায়। উপপরিচালক (খামার)/সিনিয়র সহকারী পরিচালক (খামার)/উপপরিচালক (টিসি) ডোমার সার্বক্ষণিকভাবে গ্রো-আউট টেস্টের যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন করেন। তবে মৌসুমে কমপক্ষে ০৩(তিন) বার যথা–অঙ্গজ বৃদ্ধি, ফুল আসার সময় এবং ফসল পাকার সময় খামারের অনুকূলে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ সরেজমিনে গ্রো-আউট টেস্টের প্লট পরিদর্শন করে বিজাত/অফটাইপের তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করবেন। খামার প্রধান সংশ্লিষ্ট তদারককারী কর্মকর্তার পরামর্শক্রমে মাঠ পরিদর্শনের তারিখ ও সময় উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাদের পত্রযোগে পরিদর্শনে অংশগ্রহণ করার বিষয় নিশ্চিত করবেন তবে যুগ্মপরিচালক (বীজ পরীক্ষাগার) অথবা তার প্রতিনিধিকে পরিদর্শনে অবশ্যই অংশগ্রহণ করতে হবে।

মাঠ দিবসে কারা অংশগ্রহণ করবেন ঃ

তদারককারী যুগ্মপরিচালক (বীপ্র) গ্রো-আউট টেস্ট কার্যক্রম সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাদি খামার থেকে সংগ্রহপূর্বক মহাব্যবস্থাপক (বীজ) এর সাথে যোগাযোগ করে ফসল কাটার পূর্বে সকল খামারের জন্য মাঠ দিবসের তারিখ নির্ধারণপূর্বক কর্মসূচি বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করেন। মাঠ দিবসে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলসমূহের বীজ উৎপাদন ও বিতরণের সাথে জড়িত কর্মকর্তাসহ সদর দপ্তরের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদেরও উক্ত মাঠ দিবসে অংশগ্রহণের নিমিত্ত আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রতিটি মাঠ দিবসে স্থানীয় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়।

কর্মসূচি বাস্তবায়নের অর্থায়ন ও রিপোর্টিং ঃ

গ্রো-আউট টেস্ট কর্মসূচি সরেজমিন বাস্তবায়নের যাবতীয় ব্যয়ভার সংশ্লিষ্ট খামারের বাজেট থেকে এবং মাঠ দিবস কর্মসূচি বাস্তবায়নের ব্যয়ভার সংশ্লিষ্ট তদারককারী বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের বাজেট থেকে নির্বাহিত হয়। সংশ্লিষ্ট বিভাগ এজন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দসহ ব্যয় নির্বাহের অনুমোদন প্রদান করে। মাঠ পরিদর্শন ও মাঠ দিবস অনুষ্ঠানের পর গ্রো-আউট টেস্ট কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী উপপরিচালক (খামার)/ উপপরিচালক (টিসি)/সিনিয়র সহকারী পরিচালক (খামার) প্রয়োজনীয় তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করে তদারককারী ও পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাদের স্বাক্ষরসহ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন যুগ্মপরিচালক (বীজ পরীক্ষাগার) এর নিকট প্রেরণ করেন। যুগ্মপরিচালক (বীজ পরীক্ষাগার) প্রতিবেদন প্রণয়ন করে মহাব্যবস্থাপক (বীজ) ও বীজ শাখার সকল সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানগণের দপ্তরে প্রেরণ করেন। তাছাড়া, তিনি প্রেরিতব্য প্রতিবেদনটি মূল্যায়ন করে যে সকল খামার/কঃ গ্রোঃ/বীজ উৎপাদন কেন্দ্র/বীপ্র কেন্দ্রের বীজে গ্রহণযোগ্য মাত্রার অতিরিক্ত বিজাত/অফ-টাইপ পাওয়া গেলে তার সার সংক্ষেপ উল্লেখপূর্বক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহাব্যবস্থাপক (বীজ) বরাবর পৃথক পত্র প্রেরণ করে অনুলিপি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানগণকে প্রেরণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানগণ মহাব্যবস্থাপক (বীজ) এর সাথে আলোচনাক্রমে প্রতিকারমূলক কারিগরি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিবেন। বিজাত/অফটাইপের উপস্থিতির জন্য কেবল উৎপাদনকারী নয়, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণও দায়ী থাকেন।

গত দুই মাসে বিএডিসি'র ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ১৮৮ মে.টন সার বিতরণ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) মে-জুন/২০১৭ মোট কৃষক পর্যায়ে ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ১৮৮ মে.টন নন নাইট্রোজেনাস সার বিতরণ করেছে। বিতরণকৃত সারের মধ্যে টিএসপি রয়েছে ৭৬ হাজার ২০ মে.টন, এমওপি ৬৭ হাজার ৩৯৪ মে.টন ও ডিএপি ২০ হাজার ৭৭৫ মে.টন। বর্ণিত দুই মাসে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ১ লক্ষ ২৯ হাজার ৫০ মে.টন। বরাদ্দকৃত সারের মধ্যে টিএসপি ৪৮ হাজার ১২৪ মে.টন, এমওপি ৪৪ হাজার ২৮২ মে.টন ও ডিএপি ৩৬ হাজার ৬৪৪ মে.টন সার রয়েছে। ৩০ জুন ২০১৭ তারিখে মজুদ সারের পরিমাণ ৩ লক্ষ ৯২ হাজার ৮৯৬ মে.টন। সংস্থার সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মোতাবেক এ তথ্য জানা গেছে।

পদোন্নতি

* উপনিয়ন্ত্রক, অডিট বিভাগ, বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মাহমুদা রহমানকে যুগ্মহিসাব নিয়ন্ত্রক/ সমমানের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* উপব্যবস্থাপক, অর্থ বিভাগ, বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব সৈয়দ সাফাত মোর্শেদকে যুগ্মহিসাব নিয়ন্ত্রক/সমমানের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* উপহিসাব নিয়ন্ত্রক, হিসাব বিভাগ, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ কামরুল হাসানকে যুগ্মহিসাব নিয়ন্ত্রক/সমমানের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* উপব্যবস্থাপক, অর্থ বিভাগ, বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোহাম্মদ কামরুল হাসান আজাদকে যুগ্মহিসাব নিয়ন্ত্রক/সমমানের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), মিশু বিভাগ, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব ইফফাত আরাকে নির্বাহী প্রকৌশলী /সমমানের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), মিশু বিভাগ, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলামকে নির্বাহী প্রকৌশলী/সমমানের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), মিশু বিভাগ, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মারিয়া বেগমকে নির্বাহী প্রকৌশলী/সমমানের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), ক্ষুদ্রসেচ রিজিয়ন, বিএডিসি, নোয়াখালীতে কর্মরত জনাব মোঃ আলী আশরাফকে নির্বাহী প্রকৌশলী/সমমানের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), ক্ষুদ্রসেচ রিজিয়ন, বিএডিসি, কিশোরগঞ্জে কর্মরত জনাব মোঃ শফিকুল ইসলামকে নির্বাহী প্রকৌশলী/সমমানের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), ক্ষুদ্রসেচ রিজিয়ন, বিএডিসি, নরসিংদীতে কর্মরত জনাব ফয়সাল আহম্মেদকে নির্বাহী প্রকৌশলী/সমমানের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* উপসহকারী প্রকৌশলী, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, কালীগঞ্জে কর্মরত জনাব নজরুল ইসলামকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* উপসহকারী প্রকৌশলী, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, মোকছেদপুর, গোপালগঞ্জে কর্মরত জনাব মোঃ ইলিয়াস আলীকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* উপসহকারী প্রকৌশলী, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র, বিএডিসি, মেহেরপুরে কর্মরত জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমানকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* উপসহকারী প্রকৌশলী, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র, বিএডিসি, চুয়াডাঙ্গায় কর্মরত জনাব মোঃ আবুল কাশেমকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* উপসহকারী প্রকৌশলী, সওকা ইউনিট, বিএডিসি, খুলনায় কর্মরত জনাব মোঃ গোলাম সারোয়ারকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* উপসহকারী প্রকৌশলী, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, গৌরনদী, বরিশালে কর্মরত জনাব মোঃ মজিবুর রহমানকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* উপসহকারী প্রকৌশলী, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, ঝিনাইদহ কর্মরত জনাব মোঃ রফিকুল হোসেনকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* উপসহকারী প্রকৌশলী, সওকা ইউনিট, বিএডিসি, যশোরে কর্মরত জনাব মোঃ শেখ আবু নাসেরকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* উপসহকারী প্রকৌশলী, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, গাংনী, মেহেরপুরে কর্মরত জনাব মোঃ তহিদুল আলমকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* উপসহকারী প্রকৌশলী, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, শালিখা, মাগুরা এর বিপরীতে ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, মঠবাড়িয়া, পিরোজপুরে কর্মরত জনাব মোঃ আঃ রহমান মোল্যাকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* উপসহকারী প্রকৌশলী, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, বদরগঞ্জে কর্মরত জনাব শ্রী স্বপন কুমার সরকারকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* উপসহকারী প্রকৌশলী, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, নড়াইলে কর্মরত জনাব এস.এস. আনোয়ারুল ইসলামকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* উপসহকারী প্রকৌশলী, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, শার্শা, যশোরে কর্মরত জনাব জহিরুল ইসলামকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* উপসহকারী প্রকৌশলী, সওকা ইউনিট, বিএডিসি, বরিশালে কর্মরত জনাব মোঃ আঃ খালেককে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* উপসহকারী প্রকৌশলী, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, গোসাইরহাট, শরীয়তপুরে কর্মরত জনাব মোঃ ওমর ফারুক হাওলাদারকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* উপসহকারী প্রকৌশলী, সওকা বিভাগ, বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র বিশ্বাসকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

(বাকী অংশ ১৫ পৃষ্ঠায়)

পদোন্নতি

* উপসহকারী প্রকৌশলী, নির্মাণ বিভাগ, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ নূর আমজাদ চৌধুরীকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* উপসহকারী প্রকৌশলী, ঢাকা (সওকা) ইউনিট, বিএডিসি, সেচভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান খানকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* উপসহকারী পরিচালক, যুগ্মপরিচালক (বীপ্রকে) দপ্তর, বিএডিসি, চুয়াডাঙ্গায় কর্মরত জনাব মহিউদ্দিন মিয়াকে সহকারী পরিচালক/সমমানের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* উপসহকারী পরিচালক, সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি) দপ্তর, বিএডিসি, ঠাকুরগাঁও কর্মরত জনাব শেখর কুমার সাহাকে সহকারী পরিচালক/সমমানের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব বিভাগ, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব আসমা আরা ইয়াসমিনকে সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক/সমমানের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব বিভাগ, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মীর মোজাম্মেল হোসেনকে সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক/সমমানের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব বিভাগ, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ আজিজুল হককে সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক/সমমানের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* হিসাব নিরীক্ষণ কর্মকর্তা, অডিট বিভাগ, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব একেএম দিদারুল আলম বিশ্বাসকে সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক/ পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

শোক সংবাদ

* উপপরিচালক (বীজ বিপণন) বিএডিসি, নোয়াখালী অঞ্চলের সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীজ বিপণন) বিএডিসি, ফেনী অফিসের নিরাপত্তা প্রহরী জনাব আবদুল জব্বার গত ২১ মে ২০১৭ তারিখে কর্মরত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

চলতি মৌসুমে বিএডিসি'র ডাল ও তৈল বীজের বিক্রয় মূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ১৫ জুন ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৬-১৭ বর্ষে রবি ও খরিফ-১ মৌসুমে উৎপাদিত মুগ, চিনাবাদাম, সয়াবিন ও তিল বীজের সংগ্রহ মূল্য এবং সংগৃহীত বীজের ২০১৭-১৮ বর্ষে সম্ভাব্য বিক্রয় মূল্য নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে ঃ

বীজের নাম		*বীজের সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)*		*২০১৭-১৮ বর্ষে সম্ভাব্য বিক্রয় মূল্য (টাকা/কেজি)*			
				ডিলার পর্যায়		*চাষী পর্যায়*	
		ভিত্তি	*মানঘোষিত*	*ভিত্তি*	*মানঘোষিত*	*ভিত্তি*	*মানঘোষিত*
১। মুগ		৯২.০০ (বিরানব্বই টাকা)	৯০.০০ (নব্বই টাকা)	৯৪.০০ (চুরানব্বই টাকা)	৯২.০০ (বিরানব্বই টাকা)	১১০.০০ (একশত দশ টাকা)	১০৮.০০ (একশত আট টাকা)
২। চিনাবাদাম	চিনাবাদাম (ঢাকা-১)	৯২.০০ (বিরানব্বই টাকা)	৯০.০০ (নব্বই টাকা)	৯৪.০০ (চুরানব্বই টাকা)	৯২.০০ (বিরানব্বই টাকা)	১১০.০০ (একশত দশ টাকা)	১০৮.০০ (একশত আট টাকা)
	চিনাবাদাম (ঝিঙগা বাদাম, বিনা-৪-৬ বারি-৮ ,৯)	৯৫.০০ (পঁচানব্বই টাকা)	৯৩.০০ (তিরানব্বই টাকা)	৯৭.০০ (সাতানব্বই টাকা)	৯৫.০০ (পঁচানব্বই টাকা)	১১৩.০০ (একশত তের টাকা)	১১১.০০ (একশত এগারো টাকা)
২। সয়াবিন		৬৮.০০ (আটষট্টি টাকা)	৬৫.০০ (পঁয়ষট্টি টাকা)	৭০.০০ (সত্তর টাকা)	৬৭.০০ (সাতষট্টি টাকা)	৮১.০০ (একাশি টাকা)	৭৮.০০ (আটাত্তর টাকা)
২। তিল		৬৮.০০ (আটষট্টি টাকা)	৬৫.০০ (পঁয়ষট্টি টাকা)	৭০.০০ (সত্তর টাকা)	৬৭.০০ (সাতষট্টি টাকা)	৮১.০০ (একাশি টাকা)	৭৮.০০ (আটাত্তর টাকা)

শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের কৃষি

শ্রাবণ মাসে কৃষিতে করণীয় :

অবিরাম বৃষ্টিতে আমন লাগানোর ধুম, আউশের যত্ন, পাটের পরিচর্যা, বৃক্ষ রোপণ এমনি হাজারো কাজ নিয়ে শুরু হলো শ্রাবণ মাস। আসুন চাষী ভাইয়েরা, জেনে নিন এ মাসের কাজগুলো।

ধান :

শ্রাবণ মাসে আমনের চারা লাগানোর ভরা মৌসুম। একই জমিতে সময় মত রবি ফসলের চাষ করতে চাইলে এ মাসের মধ্যে আমন রোপণ শেষ করতে হবে। চারার বয়স জাতভেদে ২৫-৩৫ দিনের হলে ভাল হয়। আমনের উচ্চ ফলনশীল জাতের মধ্যে বিআর-১০, বিআর-১১, ব্রিধান-৩০, ব্রিধান-৩১, ব্রিধান-৩৪, ব্রিধান-৪১, ব্রিধান-৪৪, ব্রিধান-৪৬, ব্রিধান-৪৯, বিনাধান ৭ ভাল ফলন দেয়। চারা রোপণের পূর্বে জমির উর্বরতার ধরণ বুঝে সার নির্দেশিকা অনুসরণ করে কিংবা ব্লক সুপারভাইজারের নির্দেশনা নিয়ে সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে। উফশী আমন ধানের জন্য সারের সাধারণ মাত্রা হচ্ছে একর প্রতি ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, দস্তা= ৭০ঃ২০ঃ৩২ঃ১৮ঃ২। ইউরিয়া ছাড়া বাকী সব সার রোপণের পূর্বে জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। নাবী জাতের আমনের বীজতলা এ মাসেই করতে হবে। শ্রাবণেই আউস ধান পাকা শুরু হয়। প্রায় প্রতিদিন বৃষ্টি হয় বলে সময় বুঝে আউস কেটে দ্রুত মাড়াই-ঝাড়াই করে শুকিয়ে নিন।

পাট :

পাট গাছের বয়স চার মাস হলেই পাট কাটা শুরু করা যেতে পারে। পাট কেটে চিকন ও মোটা গাছ আলাদা করে আটি বেঁধে গাছের গোড়া ৩/৪ দিন এক ফুট পানিতে ডুবিয়ে রাখার পর জাগ দিলে সুষমভাবে পাট পঁচে। বন্যার কারণে সরাসরি পাট গাছ হতে বীজ উৎপাদন সম্ভব না হলে পাট কাটার আগে পাটের ডগা কেটে তা উঁচু জায়গায় লাগিয়ে সহজেই বীজ উৎপাদন করা যায়। পাটের ডগার কান্ড ১৫-২২ সে.মি. করে কেটে কাঁদা করা জমিতে একটু কাত করে রোপণ করুন। তবে খেয়াল রাখুন যাতে প্রতি টুকরায় পাতাসহ ২/৩ টি কুড়ি থাকে।

শাক-সবজি :

গ্রীষ্মকালীন সবজির গোড়ায় পানি জমে থাকলে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিন এবং গাছের গোড়ায় মাটির তুলে দিন। এ সময় সীমের বীজ লাগানো যায় তাছাড়া তাপসহনশীল মূলার বীজও এ মাসে রোপণ করা যায়।

বৃক্ষরোপণ :

আষাঢ় মাসের মত এ মাসেও বৃক্ষরোপণ চলছে। ফলজ বনজ ঔষধি গাছের চারা রোপণের ব্যবস্থা নিন। চারা বা কলম হতে হবে স্বাস্থ্যবান ও ভাল জাতের। চারা রোপণ করে গোড়াতে মাটি তুলে খুঁটির সাথে সোজা করে বেঁধে দিন। গরু-ছাগলের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রোপণ করা চারার চারপাশে বেড়া দিন।

ভাদ্র মাসে কৃষিতে করণীয় :

ধান :

শ্রাবণ মাসে লাগানো আমন ধানের জমিতে অনুমোদিত মাত্রায় ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করুন। চারা লাগানো ১২-১৫ দিনের মধ্যে অর্থাৎ নতুন শেকড় গজানোর সাথে সাথে প্রথম কিস্তির ইউরিয়া প্রয়োগ করে আগাছা পরিষ্কার তথা মাটিতে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে এবং জমিতে পরবর্তীতে অল্প পরিমাণ পানি রাখতে হবে। সার দেয়ার পর লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে জমির পানি বাইরে না যায়। ভাদ্র মাসে নাবী জাতের আমন ধান লাগানো শেষ করতে পারলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায়। নাবী জাতের উফশী আমন ধানের মধ্যে বিনাশাইল, বিআর-২২, বিআর-২৩, ব্রিধান-৪৬ অন্যতম।

পাট :

ভাদ্র মাসের মধ্যে পাট কাটা শেষ করলে আঁশের মান ভাল থাকে। পাটের আঁশ ছাড়িয়ে ভাল করে ধোঁয়ার পর ৪০ লিটার পানিতে এক কেজি তেঁতুল গুলে তাতে আঁশগুলো ৫-১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখুন। এতে উজ্জ্বল বর্ণের আঁশ পাওয়া যায়। নাবী পদ্ধতিতে পাটবীজ উৎপাদনের জন্য এখনই বীজ রোপণের উপযুক্ত সময়।

ডাল ও তৈল :

এ মাসের মধেই মুগ, মাসকলাই ও সয়াবিন বীজ বপণ করতে হবে। এ তিনটি ফসলই মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। মাঝেমধ্যে বৃষ্টি হয় বলে মাটিতে জো আসা মাত্রই বীজ রোপণ করতে হবে। বারিমুগ-৬, বিনা মুগ-৫, বারিমাস-৩ ও বারি সয়াবিন-৬ উচ্চ ফলনশীল জাতের মধ্যে অন্যতম।

শাক-সবজি :

আগাম শীতকালীন সবজির চাষ করতে চাইলে এ মাসেই বীজ তলা করতে হবে। অর্ধেক মিহি মাটি ও অর্ধেক পঁচা গোবর মিশিয়ে এক মিটার চওড়া দুই মিটার লম্বা বেড তৈরি করে তাতে বপণ করে মিহি মাটি দ্বারা ঢেকে দিতে হবে। বৃষ্টির তোড় হতে রক্ষার জন্য বেডের উপর ছাউনির ব্যবস্থা করতে হবে।

সংরক্ষিত বীজ ও শস্য :

সংরক্ষিত বোরো বীজ, গম বীজ, ভুট্টা বীজ, ডাল ও তৈল বীজ, ভাদ্র মাসের রৌদ্রে শুকিয়ে পোকামুক্ত করে পুনরায় গোলাজাত করতে হবে। এতে বীজের গুণাগুণ অক্ষুন্ন থাকে।

চলতি মৌসুমে বিএডিসি'র বিভিন্ন প্রকার বীজের সংগ্রহ ও বিক্রয় মূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ২১-০৫-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত মূল্য নির্ধারণ কমিটির সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৬-১৭ উৎপাদন বর্ষের শীতকালীন সবজি বীজ, গ্রীষ্মকালীন সবজি বীজ, পেঁয়াজ বীজ, পেঁয়াজ বাল্ব বীজ ও হাইব্রিড সবজি বীজের সংগ্রহ মূল্য এবং সিম বীজ ও হাইব্রিড সবজি বীজের বিক্রয় মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয় ঃ

(ক) শীতকালীন সবজি বীজ :

ক্রঃ নং	বীজের নাম ও জাত	২০১৬-১৭ উৎপাদন বর্ষে বীজের সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)	
		ভিত্তি	মানঘোষিত
১	টমেটো(রতন/বারি টমেটো-১৫)	১৪০০.০০ (এক হাজার চারশত টাকা)	
২	টমেটো(পুষারুবি)	১৩০০.০০ (এক হাজার তিনশত টাকা)	১২০০.০০ (এক হাজার দুইশত টাকা)
৩	বেগুন (সকল জাত)	৬৫০.০০ (ছয়শত পঞ্চাশ টাকা)	
৪	মুলা (তাসাকিসান)	২০০.০০ (দুইশত টাকা)	১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ টাকা)
৫	পালং শাক	৯৫.০০ (পঁচানব্বই টাকা)	৮৫.০০ (পঁচাশি টাকা)
৬	লালশাক (আলতাপেটি)	২৭৫.০০ (দুইশত পঁচাত্তর টাকা)	২৪০.০০ (দুইশত চল্লিশ টাকা)
৭	লালশাক (বারি-১)	১৭০.০০ (একশত সত্তর টাকা)	১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ টাকা)
৮	মটরশুটি (বারি-১)	১৪০.০০ (একশত চল্লিশ টাকা)	-
৯	ঝাড় সিম (বারি-১)	১৪০.০০ (একশত চল্লিশ টাকা)	-
১০	লাউ (ক্ষেতলাউ)	৩৫০.০০ (তিনশত পঞ্চাশ টাকা)	৩০০.০০ (তিনশত টাকা)

(খ) সিম বীজের সংগ্রহ ও বিক্রয় মূল্য :

ক্রঃ নং	বীজের নাম	বীজের শ্রেণি	২০১৬-১৭ উৎপাদন বর্ষে বীজের সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)	২০১৭-১৮ বর্ষে বীজের বিক্রয় মূল্য (টাকা/কেজি)	
				ডিলার পর্যায়	চাষি পর্যায়
১	দেশি সিম	ভিত্তি	১৪৫.০০ (একশত পঁয়তাল্লিশ টাকা)	১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ টাকা)	১৭০.০০ (একশত সত্তর টাকা)
		মানঘোষিত	১৩৫.০০ (একশত পঁয়ত্রিশ টাকা)	১৪০.০০ (একশত চল্লিশ টাকা)	১৬০.০০ (একশত ষাট টাকা)

(গ) গ্রীষ্মকালীন সবজি বীজ :

ক্রমিক নং	বীজের নাম ও জাত	২০১৬-১৭ উৎপাদন বর্ষে বীজের সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)	
		ভিত্তি	মানঘোষিত
১	মিষ্টি কুমড়া (বারোমাসি)	৪৩০.০০ (চারশত ত্রিশ টাকা)	৩৮০.০০ (তিনশত আশি টাকা)
২	শশা (বারোমাসি)	৪৫০.০০ (চারশত পঞ্চাশ টাকা)	-
৩	করলা (গজ করলা)	৮০০.০০ (আটশত টাকা)	৭০০.০০ (সাতশত টাকা)
৪	বরবটি (কেগরনাটকী)	১৮৫.০০ (একশত পঁচাশি টাকা)	১৬৫.০০ (একশত পঁয়ষট্টি টাকা)
৫	ডাঁটা (বাঁশপাতা)	২০০.০০ (দুইশত টাকা)	-
৬	ডাঁটা (ভুটান)	২০০.০০ (দুইশত টাকা)	১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ টাকা)
৭	কলমিশাক (গিমাকলমি)	১১০.০০ (একশত দশ টাকা)	১০০.০০ (একশত টাকা)
৮	ঢেড়শ (বারি-১, বারি-২)	১৩০.০০ (একশত ত্রিশ টাকা)	১২০.০০ (একশত বিশ টাকা)
৯	চালকুমড়া (বারি-১)	৩৬০.০০ (তিনশত ষাট টাকা)	-
১০	চিচিংগা (ঝুমলং)	৪৩০.০০ (চারশত ত্রিশ টাকা)	৪০০.০০ (চারশত টাকা)
১১	ঝিংগা (বারি-১)	৫৩০.০০ (পাঁচশত ত্রিশ টাকা)	-
১২	পুঁইশাক (সবুজ)	২৭৫.০০ (দুইশত পঁচাত্তর টাকা)	২৩০.০০ (দুইশত ত্রিশ টাকা)

(ঘ) পেঁয়াজ বীজ ও পেঁয়াজ বাল্ব বীজ :

ক্রমিক নং	বীজের নাম	২০১৬-১৭ উৎপাদন বর্ষে বীজের সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)	
		ভিত্তি	মানঘোষিত
১	পেঁয়াজ বীজ (বারি-১ ও তাহেরপুরী)	-	১২০০.০০ (এক হাজার দুইশত টাকা)
২	পেঁয়াজ বাল্ব বীজ (বারি-১ ও তাহেরপুরী)	-	৩৫.০০ (পঁয়ত্রিশ টাকা)

(ঙ) হাইব্রিড সবজি বীজ :

ক্রঃ নং	ফসলের নাম ও জাত	২০১৬-১৭ উৎপাদন বর্ষে বীজের সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)	২০১৭-১৮ বর্ষে বীজের বিক্রয় মূল্য (টাকা/কেজি)	
			ডিলার পর্যায়	চাষি পর্যায়
১	বারি হাইব্রিড টমেটো-৪	২০০০০.০০ (বিশ হাজার টাকা)	২২০০০.০০ (বাইশ হাজার টাকা)	২৫০০০.০০ (পঁচিশ হাজার টাকা)
২	বারি হাইব্রিড বেগুন-১	৯০০০.০০ (নয় হাজার টাকা)	৯০০০.০০ (নয় হাজার টাকা)	১০০০০.০০ (দশ হাজার টাকা)

জাতীয় বৃক্ষ মেলা ২০১৭ উপলক্ষে স্থাপিত বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

বিএডিসি প্রকৌশলী সমিতির নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের সদসবৃন্দ বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামানকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস ২০১৭ উপলক্ষে "শ্রমিক অধিকার ও শিশু বিকাশ" শীর্ষক অনুষ্ঠানে শ্রমিক কর্মচারীদের দাবী আদায়ের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন বিএডিসি'র সবজি বীজ বিভাগের সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সিবিএ সহসভাপতি ও বিএডিসি বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ সামছুল হক

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এডিপি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্যোগে আয়োজিত "খাদ্য নিরাপত্তায় পানির ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

কৃষিভবনে বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত মাসিক সমন্বয় সভায় সভাপতিত্ব করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

জাতীয় ফল প্রদর্শনী ২০১৭ উপলক্ষে বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত বিভিন্ন ফল

বিভিন্ন জাতের ফল

জাতীয় বৃক্ষ মেলায় বিএডিসি'র স্টল

চাপালিশ

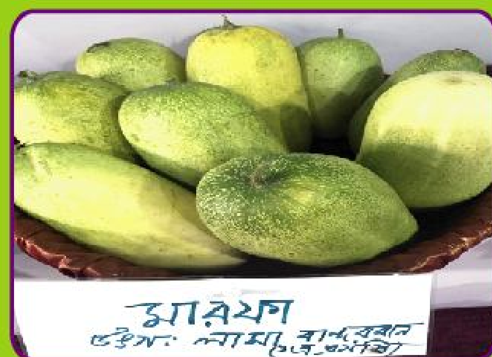

মারফা

কাউফল

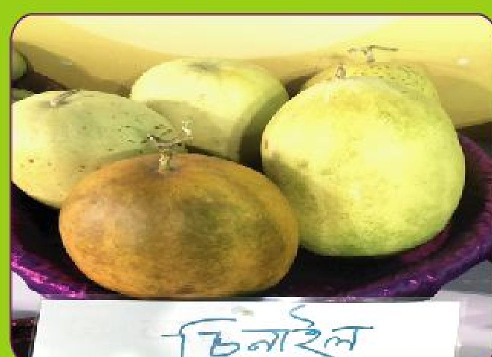

চিনাইল

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫৬০৮৫, ইমেইল ঃ prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট ঃ www.badc. gov.bd, এবং প্রিন্টোলাইন, ৫১, নয়াপল্টন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।